যায়যায়দিন

তারিখ 15 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

রাবি শাসন মিশনে ছাত্রলীগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

মারমুখী হয়ে উঠেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ছাত্রলীগ। প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ আর দলের আদর্শের কথা বাদ দিয়ে তারা এখন ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের শাসন করার মিশনে নেমেছে। নির্বাচনে মহাজোটের নিরঙ্কুশ জয়লাভের পর থেকেই রাবিতে চলছে এ শাসন মিশন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে ছাত্রলীগের কয়েক জুনিয়র ক্যাডার ছাত্রমৈত্রীর কর্মী আসাদুর রহমানকে বেধড়ক মারধর করে। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল দুই দলের সিনিয়র নেতারা বসে এর সমাধানে। কিন্তু ছাত্রলীগের চিহ্নিত কয়েক ক্যাডার সমঝোতাস্থলে সশস্ত্র অবস্থায় আসে। এ সময় চাকু এবং চাপাতি বের করে ছাত্রমৈত্রীকে শাসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে উভয় গ্রুপের নেতাকর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বছর তিনেক আগে ছাত্রমৈত্রীর কর্মী আইন ও বিচার বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র আসাদুর রহমানের সঙ্গে তারই বন্ধু ছাত্রলীগ কর্মী এনামের কথা কাটাকাটি হয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এনাম আওয়ামী লীগের ক্যাডারদের নিয়ে টুকিটাকি চত্বরে তাকে বেধড়ক মারধর করে। পরে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারে ভর্তি করা হয়। গতকাল দুপুরে রাবি ছাত্রলীগ সভাপতি ইব্রাহিম হোসেন মুনের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ এবং ছাত্রমৈত্রীর মহানগর শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট আলমের নেতৃত্বে ছাত্রমৈত্রী ঘটনার সমঝোতায় বসে। এ সময় এনাম ও তার সঙ্গীরা চাকু এবং চাপাতি বের করে মৈত্রীর কর্মীদের ওপর চড়াও হলে উভয় দলের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে অবশ্য সমঝোতা হয় দুদলের মধ্যে।

এ ব্যাপারে ছাত্রমৈত্রীর মহানগর শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট আলমের সঙ্গে মোবাইলে কথা হলে তিনি বলেন, মহাজোটের কারণে আমরাও এখন সরকারি দল। আমাদের কর্মীদের মারধরের চেষ্টা করলে ছাত্রমৈত্রীও তাদের ছাড় দেবে না। ছাত্রলীগের সিনিয়র এক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, একটি উচ্ছৃঙ্খল গ্রুপ বিভিন্নভাবে ছাত্রলীগকে নিয়ে নানান ধরনের ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে নিজেদের মধ্যে তারা ফাটল ধরাতে পারে। এদের কঠোর হাতে দমন করা হবে।

এদিকে দুপুরে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ভবনের সামনে নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী দেবাশীষকে আরিফুজ্জামান রনি ও ছিপায়ন সরকার দ্বীপের ব্যাপারে বাজে মন্তব্য করার অভিযোগে হেনস্তা করা হয়।

যায়যায়দিন

খুলনা সিটি কলেজে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ

খুলনা অফিস

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে খুলনার সরকারি এম এম সিটি কলেজে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে একজন আহত হয়েছে। গতকাল সকাল সাড়ে ১১টার দিকে কলেজ গেটে এ ঘটনা ঘটে। পরে সিনিয়র নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রলীগের কলেজ ছাত্র ও বহিরাগতদের দুই গ্রুপে দ্বন্দ্ব চলছিল। সকাল সোয়া ১০টার দিকে বহিরাগত শিবলী ক্যাম্পাসে ঢুকলে তার সঙ্গে ছাত্রলীগের কলেজ ছাত্র জুবায়েরের বাকবিতণ্ডা হয়। এরপর শিবলী ফিরে গিয়ে তার অনুসারীদের নিয়ে কলেজে প্রবেশের মূল গেটে জুবায়েরকে পেয়ে মারধর করে। এ সময় জুবায়েরের অনুসারীরা ছুটে এসে তাদের প্রতিহত করে। বেশ কিছু সময় দু'পক্ষে সংঘর্ষ চলে। পরে ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। জুবায়েরকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। সমস্যা আপাতত নিরসন হলেও দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।